16 JAN 1997

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ হলের ছাত্রীদের রাজনীতি

শাওয়াল খান

১৯২১ সালের ১ জুলাই মাত্র ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক কাঠামোয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় এ উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র।

শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রদের আবাসিক হলের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে কোন ছাত্রী ছিলো না। ছাত্রী ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক বছর পর। ছাত্রীদের জন্যে আলাদা হল তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৫ বছর পর। সুতরাং বলাই বাহুল্য, যে বিষয় নিয়ে লিখতে বসছি তার ইতিহাস কতো পিছিয়ে শুরু।

ছাত্রীদের হল হওয়ার আগে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি হয়নি তা কিন্তু না। সে সময় যে সকল ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলো তারা নিজেদের ইচ্ছে মত ছাত্রদের হলে অনাবাসিকভাবে তালিকাভুক্ত করে নিতো নিজেদের। মফস্বলের ছাত্রীরা কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতো। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেয়ে এখানে–সেখানে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে নেয়াটাই ছিল সমস্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে বেগম ফজিলতুন্নেছার নাম এসে পড়ে। যিনি মিসেস ফজিলতুন্নেছা জোহা নামে পরিচিত। তিনি ১৯২৫ সালে মিশ্র অংক শাস্ত্রে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন; কিন্তু ছাত্রীদের জন্যে আলাদা কোন হল না থাকায়, থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হয়েছিল।

১৯৫৬ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে। সে বছরই ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ ডব্লিউ, এ জেনকিন্স মাত্র ২৩ জন আবাসিক ছাত্রী নিয়ে উইমেন্স হল চালু করেন। তখন '৫৬–৫৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬৬। ক্রমে ছাত্রীদের জন্যে আলাদা হল গড়ে ওঠায় দূর–দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীদের মাঝে অনবদ্য প্রাণশক্তি এবং সাহসের সঞ্চার হতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্যে আলাদা হল হওয়ার পর ছাত্রী ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল জীবনের সাথে যুক্ত প্রতিটি ছাত্রীই পারিবারিক সংস্কৃতি ও বিধিবিধানের বাইরে আলাদা সংস্কৃতি এবং মনোবৃত্তিতে গড়ে উঠতে অভ্যস্ত হয়; যা হল জীবনের সাথে যুক্ত না হয়ে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অর্জন করা সম্ভব হয় না। এই মনোবৃত্তি ছাত্রীদের মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং প্রতিভা বিকাশের পথ অনেকটা প্রসারিত করে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ছাত্র রাজনীর্তির প্রাণকেন্দ্র। কেননা রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই আসতে হয়। আজকের আলোচ্য বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলের ছাত্রীদের রাজনীতি, তাই রাজনীতির অন্য অঙ্গন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের সার্বিক ছাত্রীদের রাজনীতি বলতে হলে আবাসিক ছাত্রীদের রাজনীতিই বোঝায়। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রী রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন তার শতকরা নব্বইজনেরও বেশি হলের আবাসিক ছাত্রী। এজন্যে সর্বসাধারণের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের রাজনীতি বলতে হলের আবাসিক ছাত্রীদের রাজনীতিই মুখ্য হয়েআসে।

এতক্ষণ আমরা উইমেন্স হল নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন কিন্তু উইমেন্স হল বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন হল নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে উইমেন্স হল নামে ছাত্রীদের জন্যে সর্বপ্রথম যে হলটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পরবর্তীতে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। উইমেন্স হল হওয়ার আট বছর পর ১৯৬৪ সালের ২১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ হলের নাম পরিবর্তন করে 'রোকেয়া হল' রাখাহয়।

১৯৬৪ সালেই কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ এবং বেগম সুফিয়া কামাল আমন্ত্রিত হয়ে উইমেন্স হলে আসেন। তারা দু'জনেই সাধারণ ছাত্রীদের মাঝে উইমেন্স হলের নাম পরিবর্তন করে বেগম রোকেয়ার নামানুসারে 'রোকেয়া হল' রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে তাই কার্যকরি হয়। উইমেন্স হল প্রতিষ্ঠার পনের বছর পর ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শামসুন্নাহার হল। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের নামানুসারে এই হলের নামকরণ করা হয়। আরো ১৯ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংযোজিত হয় ১৯৯০ সালে 'বাংলাদেশ–কুয়েত মৈত্রী হল'। কুয়েতের আংশিক অনুদানে এই হল নির্মাণ করা হয়। খালেদা জিয়া সরকারের আমলে বেগম খালেদা জিয়ার নামে আরেকটি হল করার কথা বলা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সংখ্যা মোট ছাত্রছাত্রীর এক–তৃতীয়াংশ। কাগজে–কলমে শ্লোগানে আমরা যতই দাবি করি না কেন– 'বাংলাদেশে নারী–পুরুষ সমান অধিকার।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের এ উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে বাস্তবে মেয়েরা কতো পিছিয়ে। তারপরও প্রয়োজনের তুলনায় ছাত্রীদের হল এবং হলে সিটের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

ছাত্রদের হলসমূহের মত প্রতিষ্ঠালগ্নেই ১৯৫৬ সালের ২৭ নভেম্বর উইমেন্স হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিপি নির্বাচিত হন প্রতিভা মুৎসুদ্দি, জিএস কামরুন্নাহার, এজিএস বসিরা বারি এবং আরো অনেকেই। এরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন এবং সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে অধ্যয়নরত মোট ছাত্রীসংখ্যাও এক–তৃতীয়াংশ। যারা হলে অবস্থান করছে, সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে এরা কারা? শুরুতেই ধরে নিতে পারি ঢাকার বাইরে যাদের বাড়ি। ঢাকায় যাদের বাসা বাড়ি আছে তারা যে হলে থাকে না বিষয়টা এমন নয়, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্যই বলা চলে। সাধারণত দেখা যায় হলের ছাত্রীদের একটা বিরাট অংশ মধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবার থেকে আসা। নিজেদের একান্ত প্রয়োজনেই তারা হলে থাকতে বাধ্য। এছাড়া ঢাকার কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদেরও হলে থাকতে দেখা যায়। আর ঢাকার উচ্চবিত্ত পরিবারের যেসব ছাত্রী মৌসুমী পাখির মতো হলে আসে আর যায় তারা তাদের পারিবারিক একঘেয়েমির হাওয়া বদলাতে আসে। হলের সাধারণ মেয়েদের সাথে তাদের ভাব হয় খুবই কম। মেশে অনেকটা না মেশার মতো। আলগা আলগা। তাদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণও ততটা জোরালো নয়। অংশগ্রহণের মাত্রাটাও অন্য ছাত্রীদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। তারপরও দেখা যায়, মাঝে মাঝে এদের একটা অংশ ছাত্রীদের হলের রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসন আঁকড়ে ধরে। দেশকালভেদে অন্য অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাতো ঘটছেই। শুধু ঘটছে না, অহরহই ঘটছে। তাই এটা তেমন আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নয়, তবে হলে অবস্থানরত গ্রাম থেকে উঠে আসা প্রতিটি ছাত্রীই কমবেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, কর্মতৎপর এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী। রাজনীতির অঙ্গনে এদের লড়াই অব্যাহত। রাজনীতির বাইরে গিয়ে সচেতন মানুষ বাঁচবে কোথায়?

মূলত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনেই রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনীতির বীজ অংকুরিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা এটা চর্চা করতে অভ্যস্ত হয়। না হয় পড়ন্ত বয়সে গিয়ে অমনি হুট করে আর যাই হোক রাজনীতি শুরু করা যায় না। এই পর্যায়ে অনেককেই রাজনীতির নামে দলবাজি করতে দেখা যায়। ক্ষমতার লোভে লম্ফঝম্প করলেও এটাকে রাজনীতি বলি কি করে? আমরা চাই মানব জীবনের মতো একজন রাজনীতিবিদয়ের রাজনৈতিক আয়ু হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। রাজনীতির জন্যে দরকার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং সচেতনতা, যা হঠাৎ করে কি ছেলে কি মেয়ে কোন মানুষেরই হয় না। তার জন্যে দরকার সাধনা এবং চর্চা। অনেক সময় দেখা যায়, একজনের রাজনৈতিক আদর্শের ওপর গোটা দেশ নির্ভরশীল। তাহলে এবার ভেবে দেখুন একজন রাজনীতিবিদকে কি পরিমাণ প্রজ্ঞাবান, আস্থাশীল, নৈতিক এবং দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন হতে হয়। সারা বিশ্বে ছাত্রসমাজ ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এটা স্থানকাল ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে অনুন্নত সমাজে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব গুরুতর। অনুন্নত দেশসমূহে শিক্ষার হার একেবারেই নগণ্য। তার ওপর মেয়েদের শিক্ষার হারতো চরম বিপর্যয়গ্রস্ত। অনুন্নত দেশসমূহে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সচেতন মনের অধিকারী হয়েও পরিবেশের চাপে একজন মেয়েকে একজন পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধাগ্রস্ত এবং নিজ দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকতে হয়, নির্লিপ্ত থাকতে হয়। এরপর কিঞ্চিত সুযোগ–সুবিধা যারা পান তারা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত মেয়েরা। সে দিক দিয়ে বিচার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অথচ হলে অনাবাসিক ছাত্রীদের চেয়ে হলে আবাসিক ছাত্রীরাই অনেক বেশি স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে ছাত্রছাত্রী উভয়েরই হল জীবনে অংশগ্রহণ আবশ্যক। যদিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে পারছে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত শিক্ষা বলতে শুধু দিনের নির্ধারিত কিছু সময় শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে অতিবাহিত করাকে বোঝাচ্ছে না। এটা সহায়ক হয় একজন ছাত্র–ছাত্রীর পক্ষে নিজ নিজ পুঁথিগত বিদ্যাকে আত্মস্থ করার কাজে। কিন্তু এর বাইরে রয়েছে মানুষের বাস্তব জীবন। বাস্তবে বাস্তব জীবন আর পুঁথিবদ্ধ তত্ত্বগত জীবন কখনো হুবহু মিলে যায় না। বাস্তব জীবন কল্পনার জগৎ থেকে আলাদা। ...

বেশি কঠিন। ...
থাক না কেন, ...
কোথায়? বিশ্ব...
প্রতিষ্ঠান। তাই ...
এটা হতে পারে ...
কেন্দ্র। হল জীব...
নয়, বিশ্ববিদ্যাল...
গুরুত্বপূর্ণ অংশ...
সংস্কৃতি, রাজনী...
সব বিষয়ে শি...
কথায়, হল জী...
শিক্ষাজীবন পরি...

বাস্তবে হলের ...
নিজ নিজ ...
ছাত্রছাত্রীদের স্ব...
ঘটানোর সুবিধা ...
বেশি। হলে প্রা...
ঘটে। ঘটে টগব...
তাই সামাজিক, ...
চিন্তাচেতনার ...
বিকাশ। কেন বি...
বা ছাত্রী হলের ...
নিজেকে বঞ্চিত ...
স্রোতধারা থেকে ...

হলের ছাত্রীরা ...
অন্যান্য বিষয়ের ...
একটি ধারা তা...
হলে থাকা সবচে...
রাজনৈতিকভাবে ...
বাস্তবের অনুশীল...
মুখোমুখি এক...
রাজনীতিকে বাদ...
রাজনীতিকে ছাড়...
ছাড়ে না। রাজনীতি...

বিগত অনেক ...
আমরা দেখেছি হ...
সব সময় আন্দো...
পড়েছে। বিশ্ববিদ্যা...
এরকম। সুতরাং ...
রাজনীতির সাথে ...
সাধারণের চেয়ে ...
ও তাদের মতামত ...
না। রাজনীতি মা...
হাতিয়ার। প্রত্যেক...
জানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যা...
আমরা দেখতে পা...
আন্দোলনে। ১৯৫...
থেকে শুরু করে ...
পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববি...
অগ্রগণ্য। এসব আ...
ছাত্রীর অধিকাংশই ...
ছাত্রী। এরপরও বা...
অঙ্গনে যতবারই ...
হয়েছে তাতে ছাত্রী ...
ভূমিকা পালন করে...
পালন করেছে হ...
আমরা দেখেছি ...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ...
লাঠি হাতে মাঠে ...
রাস্তায় নেমে জন...
জনতার সাথে কাঁ...
ছিনিয়ে নিয়েছে। ...
গৌরব জনতার ...
প্রাপ্য।